সংবাদ
তারিখ ... 04-JUL-2005
পৃঃ ১২ কলাম ৬

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল আলেমদের সঙ্গে বৈঠক করেন *-পিআইডি*

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলেম ও নেতাদের সাক্ষাৎ

কওমী মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়ার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দাবিনামা জানান হয়েছে। আলেমদের ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল রোববার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে এ দাবিনামা দেন। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে এক ঘন্টারও বেশি সময় বৈঠককালে আলেমরা কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি দাবি : (পৃ: ২ ক: ৫)

দাবি : স্বীকৃতি দেয়ার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

স্বীকৃতির পক্ষে যুক্তিতর্ক দেন। বর্তমানে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা 'বেফাকুল মাদারেসেল আরাবীয়া' বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এ শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বিএনপি জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে জোটের শরীক ইসলামী ঐক্যজোট সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গতকালের বৈঠকে অন্য আলেমদের সঙ্গে ইসলামী ঐক্যজোটের দুই অংশের শীর্ষ নেতারাও ছিলেন।

এ বৈঠকে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন দুই ভাগ হওয়াসহ অন্য কোন প্রসঙ্গ উঠেনি বলেই সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক, ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস, মাওলানা আজিজুল হক, অপরাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী, সংসদ সদস্য মুফতি শহীদুল ইসলাম ও মুফতি মাওলানা ওয়াক্কাস, কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাওলানা আহমেদ সুফী, সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল জব্বার, মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা আশরাফ আলী ও মাওলানা নূর হোসেন কাসেমী প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে জানতে চাইলে মুফতি ফজলুল হক আমিনী টেলিফোনে 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, তারা কওমী মাদ্রাসাগুলোর দাওয়ায়ে হাদিস পর্যায়কে সরকারিভাবে ধর্মীয় ও আরবী শিক্ষায় মাস্টার্সের সমান মর্যাদা দেয়ার দাবি করেছেন। তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, পাকিস্তানে এ ধরনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং ভারতেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে। কওমী মাদ্রাসা বোর্ড স্থাপন এবং স্বীকৃতির জন্য সরকারের কোন অর্থও ব্যয় হবে না।

মুফতি আমিনী জানান, প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সরকারিভাবে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ কমিটি পাকিস্তান ও ভারত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নেবে। কমিটিতে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞদেরও রাখা হবে। আমিনী জানান, এর বাইরে আর কোন আলোচনা হয়নি।

ইসলামী ঐক্যজোটের আরেক নেতা সংসদ সদস্য মুফতি ওয়াক্কাসও 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের বৈঠকে শুধুই কওমী মাদ্রাসার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন দুই ভাগ হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই সংগঠনটি আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের। আমাদের কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়নি বলে তিনিও জানান